বাজেটের দুই-তৃতীয়াংশ এক প্রকাশনীর নামে

■ সমকাল প্রতিবেদক

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে সৃজনশীল বই কেনার জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের বাজেট চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এক কোটি ৬০ লাখ টাকা। এর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এক কোটি টাকা দিয়ে একটিমাত্র প্রকাশনী পাঠক সমাবেশের কাছ থেকে 'রবীন্দ্রসমগ্র' কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এ সিদ্ধান্তে ক্ষোভ জানিয়ে গতকাল রোববার সংস্কৃতিমন্ত্রী বরাবর চিঠি দিয়েছেন বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির নেতারা।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সৃজনশীল বই ক্রয়

বর্তমানে বাজারে দেশীয় প্রকাশনা সংস্থাগুলোর মধ্যে তিনটি প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রসমগ্র পাওয়া যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে পাঠক সমাবেশ ২৫ খণ্ডে এ সমগ্র প্রকাশ করেছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কোনো দরপত্র ছাড়াই এ প্রকাশনীটিকে একক উৎস ধরে 'রবীন্দ্রসমগ্র' কেনার আদেশ দিয়েছে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর গ্রন্থকেন্দ্র গত ১১ মে তাড়াতাড়ি একটি দরপত্র আহ্বান করে। তবে সেখানেও রয়েছে 'শুভঙ্করের ফাঁকি'। কারণ ২৫ খণ্ডে 'রবীন্দ্রসমগ্র' কেনার জন্য এ দরপত্র দেওয়া হয়েছে। ফলে পাঠক সমাবেশ ছাড়া অন্য প্রকাশনা সংস্থাগুলো এ দরপত্রে অংশ নিতে পারছে না।

এ বিষয়ে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর সমকালকে গতকাল রোববার বলেন, 'পাঠক সমাবেশকে একটি বিশেষ বরাদ্দে বই কেনার আদেশ দেওয়া হয়েছে। সে সঙ্গে আমরা নতুন করে দরপত্রও আহ্বান করেছি।' দরপত্রে উল্লেখিত '২৫ খণ্ড' রবীন্দ্রসমগ্র কেনার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমরা নিয়মের মধ্য থেকেই বই কিনব।'

এ বিষয়ে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক নজরুল ইসলাম সমকালকে বলেন, 'গ্রন্থকেন্দ্রের বার্ষিক বরাদ্দ থেকে নয়, অর্থমন্ত্রণালয়ের বিশেষ বরাদ্দ থেকে এক কোটি টাকায় রবীন্দ্রসমগ্র কেনা হচ্ছে। পাঠক সমাবেশে রবীন্দ্রসমগ্র কেনার জন্য মন্ত্রণালয়ই নির্দেশনা দিয়েছে। তারপরও গ্রন্থকেন্দ্র নতুন করে অভ্যন্তরীণ দরপত্র ডেকেছে।' দরপত্রে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত রবীন্দ্রসমগ্র কেনার কথা বলা হয়েছে, যা শুধু পাঠক সমাবেশই প্রকাশ করে। চাইলেও তাই অন্য প্রকাশনী দরপত্রে অংশ নিতে পারবে না। এ ব্যাপারে পরিচালকের দাবি, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারেই দরপত্র ডাকা হয়েছে।

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

বাজেটের দুই-তৃতীয়াংশ

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

এ ব্যাপারে গতকাল রোববার সংস্কৃতিমন্ত্রীর কাছে দেওয়া বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির চিঠিতে বলা হয়েছে, 'একটি অর্থবছরে সমস্ত প্রকাশকদের কাছে থেকে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে বই কেনার জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের বাজেট এক কোটি ৬০ লাখ টাকা। সেখানে একজন প্রকাশকের কাছ থেকে এক কোটি টাকার নির্দিষ্ট বই কেনা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।' চিঠিতে জানানো হয়, এটা সরকারি ক্রয়নীতির গুরুতর লঙ্ঘন এবং সরকারি অর্থ বা জনগণের সম্পদের অপচয়। কারণ এ গ্রন্থ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাপিয়েছে, তা ছাড়া আমদানি করা রবীন্দ্রসমগ্রও বাজারে সহজলভ্য। একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানকে একক উৎস বিবেচনা করে তাদের কাছ থেকে উচ্চমূল্যে বই কেনার এ সিদ্ধান্তে ক্ষোভ জানিয়ে চিঠিতে বলা হয়, 'দরদাতার যোগ্যতা : ২৫ খণ্ডে রবীন্দ্রসমগ্র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। এটা পরিষ্কার, নির্দিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বই কিনতেই এই বিজ্ঞপ্তি। তা না হলে সুনির্দিষ্টভাবে খণ্ডসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে কেন?'

জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি মাজহারুল ইসলাম এ বিষয়ে সমকালকে বলেন, 'অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সরাসরি বই কেনার সিদ্ধান্তকে আমরা সমর্থন করি না। কারণ, এ ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির নিশ্চয়তা থাকে না।' বিশেষ বরাদ্দের বিষয়ে তিনি বলেন, 'কেন একটি বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হবে? এটি তো সরকারি অর্থ, চাইলেই যাকে খুশি তাকে দেওয়া যায় না।' পাঠক সমাবেশ, ঐতিহ্য ও সালমা বুক ডিপো– এ তিন প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রসমগ্রের মধ্যে সালমা বুক ডিপোর ১৮ খণ্ডের সমগ্রটির দাম নয় হাজার টাকা। ছাড় দিয়ে বিক্রি হয় ছয় হাজার ৭৫০ টাকায়। ঐতিহ্যের ৩০ খণ্ডে রবীন্দ্রসমগ্রের দাম ২৪ হাজার টাকা। বর্তমানে বিশেষ ছাড়ে তা বিক্রি হচ্ছে ১৮ হাজার টাকায়। অন্যদিকে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পাঠক সমাবেশের রবীন্দ্র রচনাবলির দাম ৪৫ হাজার টাকা। এ ছাড়া বাংলাদেশে পাওয়া যায় বিশ্বভারতীর পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রসমগ্র। এর মূল্য ভারতীয় চার হাজার ৮০০ রুপি। বাংলাদেশে এগুলো পাওয়া যায় ১০ হাজার টাকার ভেতর।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সূত্র জানাচ্ছে, গত ২০১৬ সালের ২৮ আগস্ট অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পাঠক সমাবেশকে ২৫ খণ্ডের রবীন্দ্র সমগ্র কিনতে এক কোটি টাকা বিশেষ অনুদান দেওয়া হয়। পরে ১৮ সেপ্টেম্বর সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় তা আনুষ্ঠানিকভাবে কেনার বিষয়টি চূড়ান্ত করে। পরে ১৪ ডিসেম্বর পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে মত দেয়। এতে উল্লেখ করা হয়, 'কোনো একক ডিলার বা উৎপাদনকারী কর্তৃক বিক্রয় করা হয় এবং যার এমন কোনো সাব-ডিলার নেই যারা নিম্নতর মূল্যে উক্ত পণ্য বিক্রয় করতে পারে বা অধিকতর সুবিধাজনক শর্তে তার উপযুক্ত কোনো বিকল্প পণ্য প্রস্তুতির সুযোগ না থাকে তাহলে ওই পণ্য সরাসরি পদ্ধতিতে কেনা যেতে পারে।' পরে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ পাঠক সমাবেশকে একক উৎস হিসেবে বিবেচনা করে।